প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পরও নানা সংকটে বেরোবি

বেরোবি প্রতিনিধি ●

উত্তরাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার অন্যতম কেন্দ্র বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। যাত্রা শুরুর ১৭ বছর পার করে ১৮ বছরে পা রাখলেও এখনও পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিতে পারেনি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। ২০০৮ সালের ১২ অক্টোবর যাত্রা শুরু করা বিশ্ববিদ্যালয়টি এখনও নানা সংকটে জর্জরিত। শিক্ষক সংকট, অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, আবাসিক হলের অভাব ও গবেষণার সীমাবদ্ধতা এসব কারণে শিক্ষার স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। শিক্ষার্থীদের হতাশাও দিন দিন বাড়ছে। এদিকে ১৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গতকাল শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন নানা আয়োজনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

অবকাঠামোগত ঘাটতি ও দীর্ঘসূত্রতা : প্রতিষ্ঠার ১৭ বছর পরও বেরোবিতে দৃশ্যমান অবকাঠামোগত ঘাটতি একটি বড় সমস্যা হিসেবে রয়ে গেছে। শ্রেণিকক্ষ সংকটে অনেক বিভাগে পাঠদান বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। পর্যাপ্ত আবাসিক হল না থাকায় অধিকাংশ শিক্ষার্থীকে থাকতে হয় ক্যাম্পাসের বাইরে। এর ফলে পড়াশোনার পরিবেশ ও নিরাপত্তা দুটোই ঝুঁকিতে। এ ছাড়া একটি আধুনিক অডিটরিয়ামসহ মৌলিক অবকাঠামোর অভাবও কাটেনি।

শিক্ষক সংকট ও গবেষণায় স্থবিরতা : প্রায় আট হাজার শিক্ষার্থীর বিপরীতে শিক্ষকের সংখ্যামাত্র ২০৫। শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাতের এই অস্বাভাবিক ভারসাম্য শিক্ষার মানে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। গবেষণার ক্ষেত্রেও পিছিয়ে আছে বেরোবি। পর্যাপ্ত ল্যাবরেটরি ও গবেষণা বরাদ্দের অভাবে গবেষণামুখী কাজ কার্যত স্থবির হয়ে পড়েছে।

প্রথম সমাবর্তন নিয়ে টানাপোড়েন : প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়নি। সম্প্রতি আগামী ২০ ডিসেম্বর প্রথম সমাবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে প্রশাসন। তবে সমাবর্তনে প্রধান অতিথি হিসেবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনকে আমন্ত্রণ জানানোয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমালোচনা চলছে। তাদের দাবি, প্রধান উপদেষ্টা যেন প্রধান অতিথি হন। সমাবর্তনে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত ১২টি ব্যাচ অংশ নেবে। প্রায় সাত হাজার শিক্ষার্থী দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আনুষ্ঠানিকভাবে সনদ গ্রহণের অপেক্ষায় রয়েছেন।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন ও গণতন্ত্র চর্চা : প্রতিষ্ঠার পর থেকে বেরোবিতে এখনো কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। শিক্ষার্থীদের দাবি থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় নির্বাচন অনিশ্চিত। ফলে শিক্ষার্থীরা তাদের দাবি ও অধিকার আদায়ে গণতান্ত্রিক চর্চার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

উপাচার্য ও প্রশাসনের আশাবাদ : বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী জানান, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পূর্ণাঙ্গ ও মানসম্মত করার লক্ষ্যে একটি সুদূরপ্রসারী মাস্টারপ্ল্যান হাতে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী চারটি আবাসিক হল নির্মাণের পরিকল্পনা আছে, দুটি মেয়েদের এবং দুটি ছেলেদের। এতে আবাসন সংকট অনেকটা কমে আসবে। শিক্ষক সংকট বিষয়ে তিনি বলেন, ইউজিসির অনুমোদন পেলেই নতুন শিক্ষক নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশীদ জানান, বর্তমান প্রশাসনের অধীনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরেছে। স্থবির প্রকল্পগুলো পুনরায় চালু করা হয়েছে এবং শিক্ষক নিয়োগে মেধা ও স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ ও প্রত্যাশা : বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী রেদোয়ান বলেন, এর আগে অনেক উপাচার্য এসেছেন, কিন্তু কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ঘটাননি। দুর্নীতি আর উদাসীনতায় বেরোবি পিছিয়ে পড়েছে।

ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী জামান বলেন, প্রতিটি প্রশাসন উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়, কিন্তু বাস্তবায়ন দেখা যায় না। আমরা এখনও আশায় আছি– এই উপাচার্য যেন কথার পাশাপাশি কাজও করেন।

১৭ বছর পরও বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো পায়নি। তবে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়টি একদিন দেশের উত্তরাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার অন্যতম আধুনিক কেন্দ্র হয়ে উঠবে, এমন প্রত্যাশাই এখন সবার।